سورة الانفطار

সূরা ইনফিতার

মক্কায় অবতীর্ণ, ১৯ আয়াত রুকু'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ ۝١ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۝٢ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۝٣ وَإِذَا الْقُبُورُ
بُعْثِرَتْ ۝٤ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ۝٥ يَاأَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ
بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۝٦ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ فَعَدَلَكَ ۝٧ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَآءَ
رَكَّبَكَ ۝٨ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ ۝٩ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِينَ ۝١٠ كِرَامًا
كَاتِبِينَ ۝١١ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝١٢ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝١٣ وَإِنَّ الْفُجَّارَ
لَفِي جَحِيمٍ ۝١٤ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ۝١٥ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِينَ ۝١٦ وَمَا
أَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ۝١٧ ثُمَّ مَا أَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ۝١٨ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ
نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ۝١٩

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, (২) যখন নক্ষত্রসমূহ ঝরে পড়বে, (৩) যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে, (৪) এবং যখন কবরসমূহ উম্মোচিত হবে, (৫) তখন প্রত্যেকে জেনে নেবে সে কি অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং কি পশ্চাতে ছেড়ে এসেছে। (৬) হে মানুষ, কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল? (৭) যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং সুষম করেছেন। (৮) তিনি তোমাকে তাঁর ইচ্ছামত আকৃতিতে গঠন করেছেন। (৯) কখনও বিভ্রান্ত হয়ো না বরং তোমরা দান-প্রতিদানকে মিথ্যা মনে কর। (১০) অবশ্যই তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছে (১১) সম্মানিত আমল লেখকবৃন্দ। (১২) তারা জানে যা তোমরা কর। (১৩) সৎকর্মশীলগণ থাকবে জান্নাতে (১৪) এবং দুষ্কর্মীরা থাকবে

জাহান্নামে ; (১৫) তারা বিচার দিবসে তথায় প্রবেশ করবে। (১৬) তারা সেখান থেকে পৃথক হবে না। (১৭) আপনি জানেন, বিচার দিবস কি? (১৮) অতঃপর আপনি জানেন, বিচার দিবস কি? (১৯) যেদিন কেউ কারও কোন উপকার করতে পারবে না এবং সেদিন সব কর্তৃত্ব হবে আল্লাহ্‌র।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, যখন নক্ষত্রসমূহ (খসে) ঝরে পড়বে, যখন (মিঠা ও লোনা) সমুদ্র উদ্বেলিত হবে (এবং একাকার হয়ে যাবে; যেমন পূর্বের সূরায় বর্ণিত হয়েছে। এই ঘটনাত্রয় প্রথম ফুঁকের সময়কার। অতঃপর দ্বিতীয় ফুঁকের পরবর্তী ঘটনাবলী বর্ণিত হচ্ছেঃ) যখন কবরসমূহ উন্মোচিত হবে (অর্থাৎ ভিতর থেকে মৃতরা বের হয়ে আসবে, তখন) প্রত্যেকেই তার আগে পিছের কর্ম জেনে নেবে। (এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের উচিত ছিল গাফিলতির নিদ্রা পরিহার করা। কিন্তু মানুষ তা করেনি। তাই অতঃপর এ সম্পর্কে সাবধান করা হচ্ছেঃ) হে মানুষ কিসে তোমাকে তোমার মহানুভব পালনকর্তা থেকে বিভ্রান্ত করল, যিনি তোমাকে (মানুষরূপে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুবিন্যস্ত করেছেন এবং তোমাকে সুষম করেছেন অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে সমতা রেখেছেন) তিনি তোমাকে ইচ্ছামত আকৃতিতে গঠন করেছেন। কখনও বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়, (কিন্তু তোমরা বিরত হচ্ছ না) বরং (এতটুকু অগ্রসর হয়েছ যে) তোমরা প্রতিদান ও শাস্তিকে মিথ্যা বলছ। (অথচ এর মাধ্যমেই বিভ্রান্তি দূর হতে পারত। তোমাদের এই মিথ্যা বলাকে এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে না বরং আমার পক্ষ থেকে) তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত রয়েছে (তোমাদের ক্রিয়াকর্ম স্মরণ রাখার জন্য। তারা আমার কাছে) সম্মানিত, (তোমাদের কর্মসমূহ) লেখকবৃন্দ। তোমরা যা কর, তারা তা জানে (এবং লেখে। সুতরাং কিয়ামতে এসব কর্ম পেশ করা হবে---তোমাদের কুফর ও মিথ্যা মনে করাও এতে থাকবে। অতঃপর উপযুক্ত প্রতিদান দেওয়া হবে। ফলে) সৎকর্মশীলরা থাকবে জান্নাতে এবং দুষ্কর্মীরা (অর্থাৎ কাফিররা) থাকবে জাহান্নামে। তারা বিচার দিবসে তথায় প্রবেশ করবে (এবং প্রবেশ করে) তারা সেখান থেকে পৃথক হবে না (বরং চিরকাল থাকবে)। আপনি জানেন, প্রতিফল দিবস কি? অতঃপর (আবার বলি) আপনি জানেন, প্রতিফল দিবস কি? (এর উদ্দেশ্য ভয়াবহতা প্রকাশ করা)। যেদিন কেউ কারও কোন উপকার করতে পারবে না এবং সব কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌রই হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ—অর্থাৎ আকাশ বিদীর্ণ হওয়া, নক্ষত্রসমূহ ঝরে মিঠা ও লোনা সমুদ্র একাকার হয়ে যাওয়া, কবর থেকে মৃতদের বের হয়ে আসা ইত্যাকার কিয়ামতের ঘটনা যখন ঘটে যাবে, তখন প্রত্যেকেই জেনে নেবে সে কি

অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং কি পশ্চাতে ছেড়েছে। অগ্রে প্রেরণ করার এক অর্থ কাজ করা এবং পশ্চাতে ছাড়ার অর্থ কাজ না করা। সুতরাং কিয়ামতের দিন প্রত্যেকেই জেনে নেবে সে সৎ অসৎ কি কর্ম করেছে এবং সৎ অসৎ কি কর্ম করেনি। দ্বিতীয় অর্থ এরূপও হতে পারে যে, অগ্রে প্রেরণ করেছে মানে যে কর্ম সে নিজে করেছে এবং পশ্চাতে ছেড়েছে মানে যে কর্ম সে নিজে তো করেনি কিন্তু তার ভিত্তি ও প্রথা স্থাপন করে এসেছে। কাজটি সৎ হলে তার সওয়াব সে পেতে থাকবে এবং অসৎ হলে তার গোনাহ্ আমলনামায় লিখিত হতে থাকবে। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি ইসলামে কোন উত্তম সুন্নত ও নিয়ম চালু করে, সে তার সওয়াব সব সময় পেতে থাকবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন কু-প্রথা অথবা পাপ কাজ চালু করে, যতদিন মানুষ এই পাপ কাজ করবে, ততদিন তার আমলনামায় এর গোনাহ্ লিখিত হতে থাকবে।

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ—পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কিয়ামতের ভয়াবহ কাজ-কারবার উল্লিখিত হয়েছে। এই আয়াতে মানুষের সৃষ্টির প্রারম্ভিক পর্যায় উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো নিয়ে সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে মানুষ আল্লাহ্ ও রসূল (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারত এবং তাঁদের নির্দেশাবলীর চুল পরিমাণও বিরুদ্ধাচরণ করত না। কিন্তু মানুষ ভুল-ভ্রান্তিতে পড়ে আছে। তাই সাবধান করার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা হয়েছে ঃ হে মানুষ, তোমার সূচনা ও পরিণামের এসব অবস্থা সামনে থাকা সত্ত্বেও তোমাকে কিসে বিভ্রান্ত করল যে, আল্লাহ্র নাফরমানী শুরু করেছ?

এখানে মানুষ সৃষ্টির প্রারম্ভিক পর্যায় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তদুপরি তোমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সুবিন্যস্ত করেছেন। এরপর বলা হয়েছে فَعَدَلَكَ—অর্থাৎ তোমার অস্তিত্বকে বিশেষ সমতা দান করেছেন যা অন্য প্রাণীর মধ্যে নেই। মানবসৃষ্টিতে যদিও রক্ত, শ্লেষ্মা, অম্ল, পিত্ত ইত্যাদি পরস্পরবিরোধী উপকরণ শামিল রয়েছে কিন্তু আল্লাহ্র রহস্য, এগুলোর সমন্বয়ে একটি সুষম মেযাজ তৈরী করে দিয়েছে। এরপর তৃতীয়-পর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সব মানুষকে একই আকার-আকৃতিতে সৃষ্টি করেননি। এরূপ করলে পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য থাকত না। বরং তিনি কোটি কোটি মানুষের আকার-আকৃতি এমনভাবে গঠন করেছেন যে, পরস্পরের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

সৃষ্টির এসব প্রারম্ভিক পর্যায় বর্ণনার পর বলা হয়েছে ঃ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ—

مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ -হে অনবধান মানব, যে পালনকর্তা তোমার মধ্যে এতসব গুণ গচ্ছিত রেখেছেন, তাঁর ব্যাপারে তুমি কিরূপে ধোঁকা খেলে যে, তাঁকে ভুলে গেছ এবং তাঁর নির্দেশাবলী অমান্য করছ? তোমার দেহের প্রতিটি গ্রন্থিই তো তোমাকে আল্লাহ্র কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। এমতাবস্থায় এই বিভ্রান্তি কিরূপে হল? এখানে كريم -শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষের ধোঁকায় পড়ার কারণ এই যে, আল্লাহ্ মহানুভব। তিনি দয়া ও কৃপার কারণে মানুষের গোনাহের তাৎক্ষণিক শাস্তি দেন না, এমনকি তার রিযিক, স্বাস্থ্য ও পার্থিব সুখ-শান্তিতেও কোন বিঘ্ন ঘটান না। এতেই মানুষ ধোঁকা খেয়ে গেছে। অথচ সামান্য বুদ্ধি খাটালে এই দয়া ও কৃপা বিভ্রান্তির কারণ হওয়ার পরিবর্তে পালনকর্তার অনুগ্রহের কাছে ঋণী হয়ে আরও বেশী আনুগত্যের কারণ হওয়া উচিত ছিল।

হযরত হাসান বসরী (র) বলেনঃ كم من مغرور تحت الستر وهو لا يشعر অর্থাৎ অনেক মানুষের দোষত্রুটি ও গোনাহের উপর আল্লাহ্ তা'আলা পর্দা ফেলে রেখেছেন, তাদেরকে লাঞ্ছিত করেননি। ফলে তারা আরও বেশী ধোঁকায় পড়ে গেছে।

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ — পূর্ববর্তী عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ—আয়াতে যে কর্ম সামনে আসার কথা বলা হয়েছিল, আলোচ্য আয়াতে তারই শাস্তি ও প্রতিদান উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ যারা সৎ কর্ম করত তারা নিয়ামতে তথা জান্নাতে থাকবে এবং অবাধ্য ও নাফরমানরা জাহান্নামে থাকবে।

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ—অর্থাৎ জাহান্নামীরা কোন সময় জাহান্নাম থেকে পৃথক হবে না। কারণ, তাদের জন্য চিরকালীন আযাবের নির্দেশ আছে। لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا —অর্থাৎ হাশরের ময়দানে কোন ব্যক্তি নিজ ইচ্ছায় অন্যের কোন উপকার করতে পারবে না এবং কারও কষ্ট লাঘবও করতে পারবে না। এতে সুপারিশ করবে না, এরূপ বোঝা যায় না। কেননা, কারও সুপারিশ করা নিজ ইচ্ছায় হবে না, যে পর্যন্ত আল্লাহ্ কাউকে কারও সুপারিশ করার অনুমতি না দেন। তাই আল্লাহ্ তা'আলাই আসল আদেশের মালিক। তিনি স্বীয় কৃপায় কাউকে সুপারিশের অনুমতি দিলে এবং তা কবুল করলে তাও তাঁরই আদেশ হবে।